ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩৭৮
আগরতলা, ১৫ আগস্ট,২০২৫

**৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে**
**মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা মহোদয়ের ভাষণ**
**১৫ আগষ্ট,২০২৫**
**আসাম রাইফেলস ময়দান,আগরতলা**

---

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী,
**নমস্কার, খুলুমখা**

- ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবসের এই পূণ্য লগ্নে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

- দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

- আমরা স্মরণ করছি,সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টাদের যাঁরা আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

- আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি,ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের যারা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দমনে সাফল্যের সঙ্গে **'অপারেশন সিঁদুর'** পরিচালনা করেছেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাফল্যের সঙ্গে এই অভিযান এবং পাকিস্তানি হামলার যোগ্য জবাব যেভাবে সেনাবাহিনী দিয়েছে তাতে ভারতের বীর পরাক্রমকেই সূচিত করেছে।

- সীমান্তরক্ষী বাহিনীসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকলস্তরের অফিসার এবং কর্মীদের যারা অকুতোভয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সীমানায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছেন এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

- আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী।

- 'আত্মনির্ভর ভারত' শুধু স্লোগান নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সংকল্প।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদিজী বলেছেন,**'আত্মনির্ভর ভারত'** শুধু সরকারি কার্যক্রম নয়, এটি হচ্ছে **জন আন্দোলন।**

- স্বদেশী ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে হবে।

- প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ, গবেষণা এবং উৎপাদনে স্বদেশী চিন্তা-ভাবনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যেও **'ভোকাল ফর লোকাল'** মন্ত্রকে পাথেয় করে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

- আমাদের দেশীয় পণ্য-সামগ্রীগুলি যাতে বিশ্বের বাজারে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে তার জন্য উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণগতমান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক।

**প্রযুক্তি নির্ভর আত্মনির্ভরশীল ভারত ঃ**

- আমাদের অগ্রাধিকার প্রযুক্তিনির্ভর আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ে তোলা। এখন সময় এসেছে, দেশের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া।

- Articial Intelligence, Space Exploration, Biotechnology এবং Renewable Engergy, এর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের প্রথম সারিতে এগিয়ে যেতে হবে।

- এর জন্য আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রে, **'জয় জওয়ান, জয় কিষান, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান'**- কে যুক্ত করেছি।

- প্রতিটি বাড়ি, দোকান, কারখানা, খামার, এবং পরীক্ষাগারেই আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে।

- এটি তখনই সম্ভব যখন প্রতিটি নাগরিক ভারতীয় স্বদেশী পণ্য সামগ্রী কেনাকে দেশপ্রেম হিসেবে গণ্য করবে।

- দেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে যখন প্রতিটি নাগরিক নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করার সংকল্প গ্রহণ করবে।

- আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরাও আমাদের রাজ্যকে **'আত্মনির্ভরশীল ত্রিপুরা'** হিসাবে গড়ে তুলতে চাই।

- সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রীকে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছি।

- রাজ্যের উৎপাদিত আনারস, জনজাতিদের রিসা, মাতাবাড়ির পেঁড়া দেশ বিদেশে সমাদৃত ও স্বীকৃতি পেয়েছে।

- গত ৭ বছরে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা নিরলস পরিশ্রম করেছি। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ছাড়াও অনেক বাধা অতিক্রম করেছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর আহ্বানে এবছরও সারা দেশের সাথে রাজ্যে **'হর ঘর তিরঙ্গা'** কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদায় এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দিত করছি।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আজ আমরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

- আমাদের সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জনজাতিদের বিকাশ, মহিলা ক্ষমতায়ন, সামাজিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে।

- এগিয়ে চলার এই অভিমুখ আমাদের সুশাসনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

- ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তার বিশেষ কিছু উল্লেখ করছি।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যের Gross State Domestic Product (GSDP) 12.46 শতাংশ বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে।

- এর ফলে GSDP এর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

- নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে সারা দেশের মধ্যে Front Runner রাজ্য হিসাবে উন্নীত হয়েছে।

## ১) কৃষি ঃ

- ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক, যা রাজ্যের GSDP-তে ৩৬ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখছে।

- গত আর্থিক বছরে কৃষকদের সহায়তা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

- Mukhyamantri Intregated Crop Management এই কর্মসূচিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে ৯২ হাজার ৫৮৮ হেক্টর এলাকা ধান চাষের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

- ২০ হাজার ১৬১ হেক্টর এলাকা জৈবচাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে প্রথমবারের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ চালু করা হয়েছে।

- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকদের মধ্যে ১১ হাজার ৪৪৪-টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০২৪ সালের আগস্টের বিধ্বংসী বন্যায় ২ লক্ষ ১৩ হাজারেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ১০৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার ত্রাণ হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কৃষকদের মধ্যে চলতি আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ২০১ কোটি টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

- কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

- ‘প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা’ যোজনায় ২৫ হাজার কৃষক নথিবদ্ধ হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার পরিপূরক হিসাবে ২০২০-২১ সালে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় এই পর্যন্ত ৩২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সহায়তা ও সাবসিডি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

- ৩৬ হাজার ৬৬১টি Soil Health Card বিতরণ করা হয়েছে।

- ধলাই জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র Best Zonal Krishi Vigyan Kendra Award - 2025 পেয়েছে।

- ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে কৃষি এবং উদ্যান ক্ষেত্রে ত্রিপুরা Award of Excellence পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

## ২) উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ ঃ

- রাজ্যের হর্টিকালচার সেক্টরে ২০২৪-২৫ সালে ১ হাজার ৭৩ হেক্টর নতুন এলাকা ফল ও বাগিচা ফসল চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- রাজ্যের ২ হাজার ৮ হেক্টর এলাকায় Palm Oil চাষ হচ্ছে এবং এর ফলে ১,৯৯১ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছেন।

## ৩) প্রাণী সম্পদ বিকাশ ঃ

- গত কয়েক বছরে রাজ্যে দুধ, মাংস ও ডিমের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩১০ টন দুধ, ৫৯ হাজার ৭০০ টন মাংস এবং প্রায় ৩৬ কোটি ডিমের উৎপাদন হয়েছে।

- ২০২৫ সালে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর Sexed Semen দ্বারা Artificial Insemination করার জন্য Centre for Innovations in Public Systems (CIPS) পুরস্কার পেয়েছে।

- Per Capita ডিমের উপলব্ধতায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

- Per Capita দুধ ও মাংসের উপলব্ধতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজ্য।

## ৪) মৎস্য চাষ ঃ

- মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৮৫ হাজার ৮০০ মেট্রিকটন মাছ এবং ৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে, যা মাছের স্ব-নির্ভরতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যে মাছ রপ্তানিতে সহায়তা করছে।

- মাছ উৎপাদনে বর্তমানে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

- **পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষে সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণের জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক সম্মানিত করে।**

৫) **বন ঃ**

- গ্রামীণ জীবিকা এবং পরিবেশগত উন্নয়নে ও ভারসাম্য রক্ষায় রাজ্যে বৃহৎ পরিসরে বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০ হাজারেরও বেশি বনায়ন, বিশেষ করে ১ হাজার ৩৬০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ এবং রাস্তার পাশে ও নদীর পারে ৩৪৯ কিমি এলাকা জুড়ে লিনিয়ার প্ল্যানটেশন করা হয়েছে।

- ২০২১ সালে চালু হওয়া **Agar Wood Policy** রাজ্যে আগর শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।

- ধর্মনগরে নতুন আগর মার্কেট তৈরির কাজ চলছে এবং মূল সংযোজিত উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- Tripura Nature Trails and Resorts Limited - ডম্বুরের নতুন দ্বীপপুঞ্জে Eco-Tourism-কে প্রসারিত করছে।

- বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয়ে 'ELEMENT' (Enhancing landscape & Eco system Management) নামক প্রকল্প চলতি বছরের গত জানুয়ারি মাসে চালু করা হয়।

- মূলত মহিলা ক্ষমতায়ন জীবিকা উন্নয়ন ও বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- ৮২১টি গ্রামকে এই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

৬) **খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ ঃ**

- গত বছর রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৩৩ হাজার ৩০৪ মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে।

- এর ফলে কৃষকদের ৭৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- **'প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায়'** Priority Household এবং **'অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায়'** রেশন কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে মোট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

- উদ্বাস্তু ব্রু-পরিবারদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সরকারের অন্যতম বিষয়।

- ৬ হাজার ৯০৫টি পরিবারের ২৪ হাজার ৮০৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ৩,৭৮১টি পরিবারকে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা এবং ১,৩৫৪টি পরিবারকে Priority Household এর আওতায় আনা হয়েছে।

- অবশিষ্টদের **'অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ব্রু-পুনর্বাসন প্রকল্পের'** অধীনে সহায়তা করা হচ্ছে।

- দুই বছর পর তাদেরকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় স্থানান্তরিত করা হবে।

৭) **শিল্প ও বাণিজ্য ঃ**

- **The Tripura Industrial Investment Policy (TIIP)- ২০২৪** এবং **'জন বিশ্বাস অর্ডিন্যান্স-২০২৫'** এর মাধ্যমে রাজ্যে শিল্প প্রসারে এক বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

- Destination Tripura Business Conclave-2025-এ ১২০ জন বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছিলেন। ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৮৭টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২০২৫ সালে মে মাসে নয়াদিল্লীতে আয়োজিত Rising North-East Summit- এ রাজ্যে ১৫ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৬৪টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ৬৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) প্রকল্প ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিকে (MSME) শক্তিশালী করছে।

- আগরতলার হাঁপানিয়াতে **পিএম-একতা মল** নির্মানের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় শিল্পাঞ্চলগুলির উন্নয়ন পরিকাঠামো জোরদার হচ্ছে।

- শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের কর হ্রাস এবং নতুন জমি বরাদ্দ নীতির মতো বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কার ত্রিপুরাকে শিল্পক্ষেত্রে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে।

- **‘LEADS-২০২৪’ এ ‘Fast Mover’ পুরস্কার এবং Ease of Doing Business-২০২২ এ ‘Top Achiever’ রাজ্য হিসাবে জাতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে।**

৮) **শ্রম ঃ**

- শ্রমিকের সামগ্রিক কল্যাণ আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।
- ২০টি নির্ধারিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি বর্ধিত করা হয়েছে।
- এর ফলে ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন।
- ‘নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প-২’-এ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরবর্তী সহায়তায় অর্থরাশি বৃদ্ধি করে **৪ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত করা হয়েছে।
- তাদের জন্য স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা এবং মাতৃত্বকালী ছুটির সংস্থানও রাখা হয়েছে।
- একটি নতুন উদ্যোগে নথিভুক্ত ৪২,৯৮১ পরিবারের শিশুদের পড়াশুনা বাবদ বার্ষিক ২ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

৯) **শিক্ষা ঃ**

- শিক্ষা রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মূল ভিত্তি। আমাদের সরকারের নেতৃত্বে সারা রাজ্যে শিক্ষার সমান সুযোগ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- আমবাসা, কাকড়াবন এবং করবুকে তিনটি সরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে, যা আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৫০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীদের হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।
- TIT এবং নরসিংগড়ের National Law University- র জন্য নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।
- রাজ্য সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার সশক্তিকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যেখানে মূলত Foundational Learning এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া **'মিশন মুকুল'**-এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ চলছে। যেখানে 'বাল-বাটিকা' চালু করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯ থেকে বেড়ে ২৩৬ হয়েছে।

- এর ফলে ১২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

- **'নিপুন ত্রিপুরা'** প্রকল্পের মাধ্যমে Activity based শিক্ষা প্রদানের জন্য ১০ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- 'বিদ্যাসেতু Module', NCERT-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

- প্রারম্ভিক শিশু পরিচর্যা এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী শিক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত ৫ বছরে ৫,০৮৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

- সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় পূর্ণসাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

- রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৯৫.৬ শতাংশ যা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে গর্বিত করে।

**১০) নগরোন্নয়ন ঃ**

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Urban), স্বচ্ছ ভারত মিশন (Urban), মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শহরগুলির বিকাশে কাজ চলছে।

- শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭০০ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

- কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

- রাজ্যে ১৯টি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে উন্নতি করা হচ্ছে।

- ৯.৪ million Liter per Day নিকাশী পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ৭১ million Liter per Day ক্ষমতাসম্পন্ন আরও কয়েকটির পরিকাঠামো বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে।

- গত ৫ বছরে **'মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে'** মোট ১,৫০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে।

- এর ফলে ২০টি নগর এলাকায় ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে এবং শহরী পরিকাঠামোকে শক্তিকরণ করেছে।

## ১১) স্মার্টসিটি মিশন ঃ

- স্মার্টসিটি মিশনে গতবছরে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির সম্পন্ন হওয়ায় আগরতলায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে।

- ৯৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ দশমিক ৩৩৫ কিমি দীর্ঘ লিচুবাগান থেকে নতুন বিমানবন্দর টার্মিন্যাল পর্যন্ত রাস্তার চার লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- আগরতলা গোলচক্কর এলাকায়, ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৮ million Liter per Day ক্ষমতাসম্পন্ন Sewerage Treatment Plant নির্মাণ করা হয়েছে, যা শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে উন্নত করছে।

- শহরকে প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশগত সম্পদকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে।

- ৩৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বাগান ও আশপাশ এলাকাগুলিকে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

- ৩২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এমবিবি কলেজ লেইকের পুর্নসংস্কার করা হয়েছে।

## ১২) Tripura Urban Livelihood Mission (TULM) ঃ

- শহরে বসবাসকারী মহিলা এবং দরিদ্র পরিবারগুলির অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

- TULM-এর অধীনে ১ হাজার ৩১০টি স্ব-সহায়ক দল গঠিত হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭টি।

- ৭৮টি Area Level Federation এবং দুটি City Level Federation গঠিত হয়েছে।

- মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের ঋণ, মূলধন এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা ক্যান্টিন, বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া পরিষেবা চালাতে পারে, এমনকি E-commerce Platform-ও যাতে তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করতে সক্ষম হয়।

- ৮৭৯টি গোষ্ঠীকে Revolving fund এবং স্ব-সহায়ক দলকে ৬০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- ‘সম্পূর্ণা’ ক্যান্টিন এবং প্রবীণদের সেবার জন্য ‘সেবাশ্রী’ উদ্যোগ শহরে চালু হয়েছে।

- পিএম স্ব-নিধি প্রকল্পের অধীনে ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা Working Capital হিসাবে প্রদান করা হয়েছে এবং ২,৩৭৭ জন Vendor ১১০ কোটি টাকার Digital ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

## ১৩) ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (TRLM) ঃ

- বর্তমানে রাজ্যের গ্রামীণ মহিলারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে ৫৩ হাজার ৬৯৪টি স্ব-সহায়ক দল গড়ে উঠেছে।

- এতে প্রায় ৪ লক্ষ ৮২ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছে। তাদেরকে ৭৭৯ কোটি টাকা কমিউনিটি ফান্ড হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে।

- এর মধ্যে ২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে।

- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ১,৬২২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

- বৈচিত্র্যময় জীবিকা নির্বাহ কর্মসূচির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮১ জন মহিলা **‘লাখপতি দিদি’** হয়ে উঠেছেন।

- দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় ১৭ হাজার ৬৮০ জন গ্রামীণ যুবক-যুবতী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে নথিবদ্ধ হয়েছে।

- এর মধ্যে ৯ হাজার ৩২৫ জন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন।

## ১৪) কর এবং শুল্ক ঃ

- রাজ্যে নতুন করদাতা এবং ‘Ease of Doing Business- এর’ প্রসারে রাজ্যের জেলাগুলিতে GST সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক নথি যাচাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষায় সুবিধা প্রদান করছে।

## ১৫) পরিবহন ঃ

- সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

- ইলেকট্রিক পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। শীঘ্রই বৈদ্যুতিক ট্রেনে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে।

- **'অমৃত ভারত স্টেশন'** প্রকল্পে রাজ্যের প্রধান ৪টি রেল স্টেশন যথাক্রমে, আগরতলা, ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুরের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে।

- গন্ডাতুইসা, জোলাইবাড়ি, মনুবাজার, জিরানীয়া ও মেলাঘরে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে।

- সাব্রুমে ১টি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

- উদয়পুরের রাজারবাগে "Bus Port" নির্মানের কাজ চলছে।

- 'The Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme 2025` এ দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় প্রথম ৭ দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চিকিৎসা বাবদ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

**১৬) রাস্তা এবং জাতীয় সড়ক ঃ**

- National Highway Development - এর উদ্যোগে ৪৫০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় সড়কের ৮.৫২ কিমি Critical রাস্তার উন্নতি করা হয়েছে।

- ২৫.৪ কিমি দীর্ঘ আমতলী কুঁড়ি পুকুর থেকে লেম্বুছড়া পর্যন্ত ওয়েস্টার্ণ বাইপাস সড়ককে চারলেনে রূপান্তর করা হচ্ছে।

- আগরতলা থেকে উদয়পুর এবং চুরাইবাড়ি সংযোগকারী করিডোরের জন্য বেশ কয়েকটি Detail Project Report প্রস্তুত করা হচ্ছে।

- রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে আগামী বছরে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে।

- **'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়'** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭১.৪ কিমি গ্রামীণ রাস্তা এবং ২টি দীর্ঘ সেতু নির্মিত হয়েছে।

- চলতি অর্থবছরে আরও ৩৮.৫ কিমি সড়ক এবং ১টি সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- **‘প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়’** -এর বিভিন্ন পর্যায়ে Full Depth Reclamation Technology-প্রয়োগের মাধ্যমে ২৩৬.৩ কিমি দৈর্ঘ্য ২৫টি রাস্তার উন্নীত করা হচ্ছে।

**১৭) বিদ্যুৎ :**

- রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থায়ণে ‘Tripura Power Distribution Strengthening and Generation Efficiency Project" এর অধীনে ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা পেয়েছে, যার মধ্যে বিতরণ ক্ষেত্রের ৮৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

- **Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)** প্রকল্পের অধীনে ৮০৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

- শক্তিশালী বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে **‘North Eastern Regional Power System Improvement Project (NERPSIP)** রূপায়ণ করা হচ্ছে, যা এখন শেষের পথে।

- **PM-JANMAN** প্রকল্পের অধীনে ১১ হাজার ৬৯২ রিয়াং পরিবারের মধ্যে বিদ্যুতায়ন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

- **‘পি-এম সূর্য ঘর মুফত বিজলী’** যোজনায় ৫৩৪টি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে।

- **বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর ‘National Energy Conservation’ পুরষ্কার পেয়েছে।**

**১৮) পুনর্নবীকরণ শক্তি ঃ**

- রাজ্যে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ‘পিএম কুসুম প্রকল্পে’ সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

- ৫ হাজার ২৭৭টি নতুন সৌর পাম্প বসানো হয়েছে।

- বর্তমান ৪৫০টি গ্রিড সংযুক্ত কৃষি পাম্পকে সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত করা হচ্ছে।

- জনজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে PM-Devine এবং PM-JANMAN কর্মসূচিতে সোলার মাইক্রো গ্রীড পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে।

- PM- Devine প্রকল্পে ১ হাজার ৭৬৭ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- এর মাধ্যমে ৫ হাজার ৪৬৫ টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে।

- পিএম জনমন প্রকল্পে ৪৭ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬৩টি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে।

**১৯) পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি ঃ**

- জল জীবন মিশনের অভূতপূর্ব সফলতার জন্য রাজ্যব্যাপী স্বচ্ছ পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

- ২০১৯ সালে যেখানে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ট্যাপের মাধ্যমে কেবলমাত্র ৩.২৬ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল।

- বর্তমানে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে।

- শতকরা হার প্রায় ৮৬.১১ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া।

- বর্তমানে রাজ্যের ৯৭.৪৯% বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। উদ্ভাবনী প্রকল্পে স্থানীয় ঝর্ণাগুলি ব্যবহার করে পাহাড়ী এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

- এখন পর্যন্ত ৩৪৮টি এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, আরও ১৯৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

- জলের গুণগত মান পরীক্ষা কর্মসূচি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসাবে ২ হাজার ৫২৭টি Deep Tubewell এবং ১ হাজার ১৮৫টি আয়রণমুক্ত প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে ৭৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭৫৭টিকে **শৌচমুক্ত প্লাস মডেল গ্রাম** হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

## ২০) স্বাস্থ্য ঃ

- ত্রিপুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

- ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে এম.বি.বি.এসের আসন সংখ্যা বেড়ে ১৫০ হয়েছে।

- স্নাতকোত্তর কোর্সে রাজ্যে আসন সংখ্যা ৮৫টি। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ১০ টি আসন রয়েছে।

- আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে ১৩টি আসন বাড়ানো হয়েছে, এর ফলে বর্তমানে আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৩ হয়েছে।

- মেডিক্যাল কলেজে ফ্যাকাল্টি এবং মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

- রাজ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুবিধা চালু করতে MoU স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে নতুন ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিলোনীয়ায় মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে।

- আগরতলার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ৩টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে।

- নেশায় আসক্তদের জন্য সিপাহীজলায় সুসংহত পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। খোয়াই ও সিপাহীজলায় নতুন করে জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

- সম্প্রতি টিপিএসসি'র পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৬ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (অ্যালোপ্যাথি) গ্রেড-৪ পদে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৪৫ জন Specialists Medical Officer-এর নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

- ২ জন Super Specialists-এর নিযুক্তিকরণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং নার্সিং-এর বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

- ইতিমধ্যে ৩৬৮ জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ৩০৮ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবারের মোট ১৬ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩৮ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

- 'চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩' প্রকল্পে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৮৭ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রেও সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

- TB মুক্ত ভারত অভিযানের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে ২০২৫ জাতীয়স্তরে সালে ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে।

- এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য শাখা পরিচালিত TB মুক্ত কর্মসূচিতে ৪০ লক্ষ নাগরিকদের মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ ছিলেন তাদের পরীক্ষা নীরিক্ষার সফলতায় জাতীয়স্তরের সম্মেলনে প্রশংসিত হয়েছে।

## ২১) যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া :

- রাজ্যের উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হল যুবশক্তির ক্ষমতায়ন।

- খেলার মাঠে উন্নতিকরণ, মাল্টিপারপাস হল, ওপেন জিম এবং সিন্থেটিক টার্ফ, ট্র্যাকের সুবিধা রাজ্যের সফল জেলাগুলিতে স্থাপন করা হচ্ছে।

- রাজ্যে 'সকলের জন্য ক্রীড়া' নীতি চালু হয়েছে।

- পরিকাঠামো উন্নয়ন হিসাবে রাজ্যে মোট ৮টি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মিত হয়েছে। একটি নির্মাণের কাজ চলছে।

- এছাড়াও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে তিনটি এবং ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আরও একটি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি যেমন- রক্তদান উৎসব, **বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ** এবং ইয়ুথ পার্লামেন্ট কর্মসূচিতে রাজ্যের যুব সমাজকে যুক্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- জাতীয় যুব উৎসবে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক দল তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

## ২২) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ঃ

- বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- ১৭২টি স্কুলের Department of Bio-Technology's Natural Resources Awareness (DNA) ক্লাবের ১৭ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী জৈব প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রচারে অংশ নিচ্ছে।

- বায়োটেক উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করতে আই.বি.এস.ডি-এর সহায়তায় 'ত্রিপুরা বায়ো-রিসোর্স রিসার্চ সেন্টার' স্থাপন করা হচ্ছে।

- ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার Hydrology, Forestry, Disaster Management এবং শহরের ম্যাপিং প্রজেক্ট পরিকল্পনায় সহায়তা করছে।

## ২৩) তথ্য ও সংস্কৃতি ঃ

- ২০২৫ সালে নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রদর্শিত ট্যাবলুতে চতুর্দশ দেবতার পূজাকে তুলে ধরা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় পুরস্কারে রাজ্য ভূষিত হয়েছে।

## ২৪) তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর ঃ

- তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর Beneficiary Management System এর জন্য **National Digital Transformation Award 2024** লাভ করেছে।

- ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য **Economics Times** -এর পক্ষ থেকে **Government DigiTech Gold Medal Award-2025** লাভ করেছে।

## ২৫) দক্ষতা উন্নয়ন ঃ

- সাইবার নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ত্রিপুরা দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে National Skill Development Corporation (NSDC) দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

- উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রযুক্তির প্রসারে রাজ্যের ভূমিকার জন্য ICAR-IARI স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

## ২৬) অর্থ এবং ইনস্টিটিউশন্যাল ফিন্যান্স ঃ

- আমাদের সরকার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

- কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক আমাদের রাজ্যেও চিহ্নিত CSS স্কীমের জন্য SNA SPARSH চালু হয়।

- প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

- ২ লক্ষ ৯২ হাজার বেনিফিসারিকে মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে ২ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প যেমন, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনায় সুবিধা প্রদানের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ নাগরিককে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

## ২৭) পর্যটন ঃ

- পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

- 'স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে' ছবিমুড়ায় ১০টি নতুন লগ-হাট নির্মিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্যে লগ হাটের সংখ্যা ৫১টি।

- ধর্মীয় পর্যটনকে উন্নত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের '**প্রসাদ প্রকল্পে**' ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ শেষের পথে।

- **'স্বদেশ দর্শন-২'** প্রকল্পে জিরানীয়ায় এস. এন. কলোনীতে "Heritage Village and Sangeet Experience " স্থাপনের জন্য ৪৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী হয়েছে।

- উদয়পুরের বনদোয়ারে ৫১ শক্তিপীঠের রেপ্লিকা নির্মাণের জন্য ৯৭ কোটি টাকা মঞ্জুরী হয়েছে এবং গত জুলাই মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ১৭৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কসবা কালিবাড়ি, চতুর্দশ দেবতাবাড়ি, কৈলাশহরের সোনামুখী, ছবিমুড়া, অমরসাগর এবং ফটিক সাগরের উন্নয়নের কাজ চলছে।

- কেরালা এবং কাশ্মীরের অনুকরণে ডম্বুর লেকে হাউস বোট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘিতে জলক্রীড়ার সুযোগ চালু করা হয়েছে।

- পুষ্পবন্ত প্যালেসে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হোটেল তৈরির জন্য এবছরের মে মাসে তাজ গ্রুপের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- Small Industries Development Bank of India (SIDBI) এর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অধীনে শচীন্দ্রনগরে একটি Integrated theme Amusement Park -এর জন্য ১২০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- লুধুয়ায় Tea Tourism -এর উন্নতি, মোহনপুরে Adventure Park এবং জম্পুই হিলে একটি বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।

**২৮) ল্যান্ড রেকর্ডস এবং সেটেলমেন্ট ঃ**

- ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার রুলস, ২০২৫ প্রবর্তন এবং **'স্বাগত প্ল্যাটফর্মের'** সাথে যুক্ত অনলাইন **Change of Land Use (CLU) Single Window Portal** চালুর ফলে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।

- রাজ্যে সফলভাবে ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) তৈরি করা হয়েছে।

- এই জন্য ২০২৫ সালের পূর্ণরাজ্য দিবসের ২০২৫ অনুষ্ঠানে **"Chief Minister Civil Service"** পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

- **National Generic Documents Registration System (NGDRS)** এর মাধ্যমে অনলাইন সম্পত্তি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়েছে।

- নিবন্ধনের পর ভূমি রেকর্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট এবং ডিজিটালি বিবরণ জমা দেওয়া ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুযোগ প্রদান করেছে।

- এর ফলে নির্ভুল, দ্রুত মিউটেশন প্রক্রিয়া এবং জমি বিবাদ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ঐতিহাসিক ভূমি বন্দোবস্ত রেকর্ড ডিজিটালাইজ হচ্ছে, যা স্বচ্ছতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

- ভূমি রেকর্ডের আধুনিকীকরণের সফল উদ্যোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক রাজ্যের অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ১০৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক কেন্দ্রীক পরিসেবার ত্রিপুরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

## ২৯) কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা ঃ

- রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ডাই-ইন-হারনেস সহ মোট ১৯ হাজার ৭৬৫ জনকে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

- যুবশক্তির ক্ষমতায়নে ২৩টি চাকুরী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৩,৮২৩ জন চাকুরী প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

- ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-এ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে।

- **'অগ্নিবীর'** প্রকল্পে ৫৩টি সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে রাজ্যের ৭ হাজার ৭০০ জন যুবকযুবতী অংশগ্রহণ করে।

## ৩০) আইন ও সংসদ বিষয়ক ঃ

- রাজ্যের বিচার ও আইনি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

- খোয়াই কোর্ট বিল্ডিংয়ের সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধর্মনগর, উদয়পুর এবং সাব্রুমে নয়টি বিচার বিভাগীয়দের নতুন কোয়ার্টার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- এগারোটি নতুন রাজ্য আইন কার্যকর করা হয়েছে।

- ২ হাজার ১০০-টিরও বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার নাগরিকের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

- ৬ হাজার ২২০ জনকে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠিত চারটি জাতীয় লোক আদালতের মাধ্যমে ৪২ হাজারেরও এরও বেশি মামলার সমাধান হয়েছে।

## ৩১) গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) ঃ

- ২০২৪ সালে সাতটি জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার লাভ করে ত্রিপুরা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, যা ২.৫ লক্ষ গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার মধ্যে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

- ১১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে **'মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পে'** প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য ৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

- স্যানিটেশন, পানীয় জল এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর জন্য ১৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অধীনে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- **'আমার সরকার'** পোর্টালের মাধ্যমে গ্রামীণ ২৫ হাজারেরও বেশি অভিযোগের ৯১ শতাংশের সমাধান করেছে।

- ত্রিপুরা পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্সের জন্য জাতীয় পাইলট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল, যেখানে ৪২টি পঞ্চায়েত 'এ' গ্রেড অর্জন করেছে এবং বিকেন্দ্রীকরণ সূচকে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে।

- রাজ্যে এমজিএমএন রেগায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১১০৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রম দিবসের অনুমোদন করেছে।

- জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২২ হাজার ৫৭৪টি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫১ কোটি টাকা।

- পিএম জনমন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত আরও ৮ হাজার ২০৯টি ঘরের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

- সম্পূর্ণতা অভিযান কর্মসূচিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই ত্রিপুরা ৬টি মূল বিষয়ে ১০০ শতাংশ সফলতা অর্জন করেছে।

- গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (TRLM) জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পুরষ্কার পেয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

**ক) 7X7 Policy Loan Model Award (2024)**

**খ) Bank Sakhi Financial Inclusion Model Award (2025)**

**গ) ধলাই জেলা National SHG Federation Award (2024)**

ঘ) দক্ষিণ ত্রিপুরা **Regional Award for Cooperative Women Federations (2024)**

ঙ) **Day- NRLM GPP Ranking Award .**

- ত্রিপুরার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা জাতীয়স্তরে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

  ক) **নানাজী দেশমুখ ন্যাশনাল জিপিপি র‍্যাঙ্কিং-এ** গোমতী জেলা এবং অম্পিনগর ব্লক শীর্ষ স্থান লাভ করেছে।

  খ) খোয়াই জেলা পঞ্চায়েত **'গ্রাম উন্নয়ন বন্ধু'** বিশেষ জিপিপি পুরষ্কার পেয়েছে।

  গ) রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য **National Panchayat Raj System Recognition** পেয়েছে।

- **দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরষ্কার, মহিলা বান্ধব** পঞ্চায়েত ক্যাটাগরীতে প্রথম হয়েছেন দক্ষিণ মনুবনকুল ভিলেজ কমিটি, রূপাইছড়ি।

- দারিদ্র মুক্ত পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কুমারঘাট। শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় অমরপুরের রাজকাং ভিলেজ কমিটি।

- সারা দেশের মধ্যে গোমতী জেলা **নানাজী দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশে** শ্রেষ্ঠ জেলার **পুরষ্কার** পেয়েছে।

- এই ক্যাটাগরিতে অমরপুর ব্লক দ্বিতীয় শ্রেষ্ট ব্লক হিসাবে পুরষ্কার লাভ করেছে।

- অমরপুর ব্লকের থাকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত **গ্রাম উর্জা স্বরাজ বিশেষ পুরষ্কার** ক্যাটাগরীতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ট পঞ্চায়েতের পুরষ্কার লাভ করেছে। এই পুরষ্কারের অর্থমূল্য ১০ কোটি টাকা।

- জিরানীয়া ব্লকের পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২৪-২৫ সালে **ন্যাশনাল ই-গর্ভনেন্স পুরষ্কার** লাভ করেছে।

- **সুশাসনের জন্য ত্রিপুরা ধলাই জেলা Best Government Employee Award,**

- **সম্পূর্ণতা অভিযানে নীতি আয়োগের 'Award of Appreciation`,**

- **গোমতী জেলা এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লককে Prime Ministers Awards for Excellence to Public Administration পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।**

**৩২) তপশিলি জাতি ঃ**

- ৩১ হাজারেরও বেশি এসসি শিক্ষার্থী প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক বৃত্তি পাচ্ছে। বোর্ডিং স্টাইপেন্ড, কোচিং এবং ৫০ হাজার এককালীন প্রদানের মাধ্যমে পেশাদার কোর্স করতে সহায়তা করা হচ্ছে।

- হাঁস-মুরগি, শূকর এবং মৌমাছি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ১,৯১৫ জন সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছেছে এবং ১৮০ জন এসসি যুবককে ড্রাইভিং এবং মোবাইল মেরামতের মতো ব্যবসায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

**৩৩) ওবিসি কল্যাণ ঃ**

- ২০২৪-২৫ সময়কালে, ত্রিপুরা ওবিসি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড ওবিসি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

- শিক্ষা, ব্যবসা ও পরিবহণের জন্য ৯৬ জন সুবিধাভোগীকে মোট প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

- বৃত্তি উদ্যোগের আওতায় ২৪ হাজার ৩টি প্রাক-ম্যাট্রিক এবং ২১ হাজার ৮৬টি পোস্ট-ম্যাট্রিক আবেদন পাওয়া গেছে, যার অর্থ ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে বিতরণ নির্ধারিত রয়েছে।

**৩৪) জনজাতি কল্যাণ ঃ**

- রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামগ্রিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একযোগে কাজ করছে।

- জনজাতিদের উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের বাজেটেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

- অনেকগুলি Externally Aided Project রয়েছে যার অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

- এই সব প্রকল্পে শুধু পরিকাঠামো উন্নতি হচ্ছে তাই নয়, জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনেক সুযোগ ঘটছে।

- ২০১৮ সালের পূর্বে রাজ্যে মোট ৪ টি একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল ছিল।

- ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আরো ১৭টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করে।

- এর ফলে মোট ৮,১৬০ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রী সরাসরি পড়াশুনার সুযোগ পাবে।

- জনজাতি জনগোষ্টীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২রা অক্টোবর, ২০২৪ **ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান** নামে একটি নতুন প্রকল্পের সুচনা করেন।

- এই প্রকল্পের অধিনে ত্রিপুরার ৫২টি ব্লকের ৩৯২ টি গ্রামে বসবাসরত জনজাতিদের জন্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

- ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন কৃষি, বাগিচা, পশুপালন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

- জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP)" লোন এগ্রিমেন্ট ২০ মার্চ, ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়।

- রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের জন্য সামাজিক ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

- মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় ৯ হাজার ৩২৬ জন জনজাতি সুবিধাভোগীকে সহায়তা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

- শুধুমাত্র জনজাতি অংশের জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম তদারকির জন্য জেলা ও মহকুমারস্তরে একজন করে আধিকারিককে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- প্রতিটি জেলায় টিসিএস পদ মর্যদার ডিস্ট্রিক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং প্রতিটি মহকুমায় একজন করে সাবডিভিশনাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন যারা শুধুমাত্র জনজাতি জনগোষ্ঠির জন্য পরিকল্পিত প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন।

- জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-ম্যাট্রিক বৃত্তি (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী) ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে।

- শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ সালেই ১ লক্ষ ৬ হাজারেরও বেশি জনজাতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, পাঠ্যপুস্তক এবং হোস্টেল বৃত্তি পাওয়ার ফলে উপকৃত হয়েছে।

- বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় ১ হাজার ৩১৬টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হয়েছে।

- **মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনে** ২৩,১৬০ হেক্টর এলাকায় ২৯,৭৫৬ টি পরিবারকে সহায়তা করেছে।

- এবারের বাজেটে মেধাবী জনজাতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য **মুখ্যমন্ত্রীর জনজাতি উন্নয়ন মিশনের** অধীনে **সুপার-১০০ প্রোগ্রাম চালু করা হবে।**

- সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে, এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে।

- এবারের বাজেটের প্রতি পাতায় বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুপালন, জনজাতি কল্যাণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কোন না কোনভাবে জনজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

**৩৫) সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা ঃ**

- The Tripura State Policy for Empowerment of Persons with Disabilities ২০২৪ সালে চালু করা হয়। এর মাধ্যমে দিব্যাঙ্গজনদের সুযোগ, চাকুরীক্ষেত্রে সংরক্ষণ, সহায়ক পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

- PM জনমন প্রকল্পে জনজাতি এলাকায় ৮৮টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

- ২৪ X ৭ Childline নম্বর ১০৯৮ চালু করা হয়েছে।

- Sponsorship & Foster care Scheme - এ ৩৯০৭ জন শিশুকে মোট ১০কোটি ৮ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- বয়স্ক নাগরিক, কন্যা সন্তান এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মোট ৮২৬ কোটি টাকা সামাজিক ভাতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩ লক্ষ ৯০ হাজার সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।

- মহিলা কল্যাণেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওয়ানস্টপ কেয়ার, ওমেন হেল্পলাইন নম্বর - ১৮১।

- ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্মরত মহিলাদের জন্য ১০টি হোস্টেল নির্মাণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় রাজ্যের ৪৮ হাজার মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

- বয়স্ক নাগরিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর 14567 বর্তমানে চালু হয়েছে।

**৩৬) আইন শৃঙ্খলা ঃ**

- রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ নিরন্তর কাজ করছে। এর ফলে সামগ্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

- রাজ্যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সামগ্রিক অপরাধের হার ১১০টি মামলা, যেখানে জাতীয় গড় ৪২২টি মামলা।

- **মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে** ত্রিপুরা ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে অষ্টম স্থানে রয়েছে।

- প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় **মহিলাদের বিরুদ্ধে** অপরাধের হার ৩৭টি মামলা। সেখানে জাতীয় গড় ৬৬টি মামলা।

- ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সামগ্রিক অপরাধ ১৯.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

- ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম ৫ মাসে সামগ্রিক অপরাধের হার পুনরায় আরও ১২.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

- মহিলা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিটি থানায় ২৪ X ৭ মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু রয়েছে।

- মহিলাদের সুরক্ষায় ১০৯১ মহিলা হেল্প লাইন চালু রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট ৯ টি মহিলা থানা রয়েছে।

- ২০২৪ সালে ত্রিপুরা পুলিশ ৯ হাজার ৭৩৫টি প্রয়াস কর্মসূচি আয়োজন করে এবং এইসব কর্মসূচিতে ২ লক্ষাধিক মানুষ অংশ নিয়েছেন।

- মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ ১০৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

- মাদক ধ্বংসের পরিমানও এই সময়ে ১৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালে এই ধারা বজায় রাখতে রাজ্য পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিএসএফের পর প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন হিসেবে ত্রিপুরা পুলিশ সীমান্তে কড়া নজরদারি রাখছে।

- সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের পাশাপাশি দালালদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

- ২০২৪ সালে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ জনসচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি অপরাধের সাথে জড়িতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

- সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

- রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

**৩৭) বাজেটে নতুন প্রকল্প ঃ**

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে ৫টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো হল :-

  - ✓ মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা,
  - ✓ মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা,
  - ✓ Chief Minister Scheme for Mentally Challenge Persons,
  - ✓ মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা,
  - ✓ Chief Minister Assistance for daughter/Son of Army/CRPF personnel

- **এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।**

- আমি রাজ্যের উন্নয়নের একটা রূপরেখা তুলে ধরেছি মাত্র। উন্নয়ন অন্তহীন।আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে, সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

- পরিশেষে, আমি সকলকে আবারও এই মহান দিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

- ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে।

- সকলের সমবেত উদ্যোগ এবং আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর স্বপ্ন পূরণে আসুন আমরা সকলে এগিয়ে আসি।

- উন্নত ভারত গড়ার যে সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে আসুন তাকে আমরা বাস্তবায়িত করি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুন্দর সমৃদ্ধশালী করে তুলি।

- আবারও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি।

সকলকে নমস্কার,
যত-ন খুলুমখা
জয়হিন্দ